অনলাইনে নিরাপত্তা ঝুঁকিসমূহ

Digital Literacy Center

দোস্ত
এই অনলাইন মাধ্যম
জীবনটাকে পানির মত
সহজ করে দিলো।

হ্যাঁ দোস্ত তা করেছে। তবে সাতাঁর না জানলে
কিন্তু পানিতে ডুবে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।

কী বললাম আর
কোথায় নিয়ে গেলি।

না দোস্ত শোন আমরা অনেকেই
বিচার-বিবেচনা না করে অনলাইন
মাধ্যমে অনেক ধরনের কাজ করে বসি
যা আমাদের নিজেদের নিরাপত্তার
জন্যই হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

তাই অনলাইন নিরাপত্তা ঝুঁকি
সম্পর্কে জানা থাকলে
জীবনটা আরও সহজ হবে।

আচ্ছা একটু বলতো
অনলাইনে কী কী
নিরাপত্তা ঝুঁকি রয়েছে।

শোন অনলাইনে ইচ্ছাকৃতভাবে হোক
কিংবা না জেনে-বুঝে হোক, আমাদের
একান্ত ব্যক্তিগত তথ্যাবলী আমরা অন্য
মানুষের হাতে তুলে দিয়ে থাকি।

যেমন বন্ধুদের নিজের সামাজিক যোগাযোগ
মাধ্যমের ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড দিয়ে রাখি।

সেক্ষেত্রে ঐসব অ্যাকাউন্ট হ্যাক হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি
থাকে এবং আমাদের ফেইসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার বা স্ন্যাপচ্যাট
অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণ চলে যেতে পারে আরেকজনের হাতে।

তারপর অনলাইন মাধ্যম ভেবেচিন্তে ব্যবহার না করলে
পরিবারের অন্যান্য সদস্য, আত্মীয়-স্বজন বা
বন্ধুবান্ধবদের সাথে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে।

এর ফলে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ
বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ভালো বলছিস। তারপর?

তারপর লেনদেনের ক্ষেত্রে অনলাইনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

যেমন অ্যাকাউন্টের তথ্যাবলী কাউকে না জানানো, মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্টে সঞ্চিত টাকার পরিমাণ অন্যের সাথে শেয়ার করা ইত্যাদি।

এসব সতর্কতা না মানা হলে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য, ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের তথ্য, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের তথ্য ইত্যাদি অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী কুচক্রের কাছে চলে যেতে পারে।

এছাড়া অনলাইনে কখনো কখনো আমরা এমন সব সমস্যায় (যেমন – অনলাইনে উত্যক্ত হওয়া, আজে-বাজে মন্তব্যের শিকার হওয়া ইত্যাদি) পড়তে পারি যা আমাদের মানসিক সুস্থিরতার জন্য হুমকিস্বরূপ।

এর ফলে আমরা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারি যা সর্বোপরি আমাদের ব্যক্তি জীবনকে ব্যাহত করবে।

সত্যি দোস্ত এভাবে ভাবি নাই।

হ্যাঁ খুব সাধারন বিষয় জাস্ট মনে রাখলেই নিরাপদ থাকা যায়।

একদম! তোকে অনেক ধন্যবাদ দোস্ত।